দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... OCT 20 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৮

22

ঢাবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে পিএইচডি প্রদানের অভিযোগ

সিন্ডিকেট সভায় তদন্ত কমিটি গঠন

শাহজাহান শুভ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে পিএইচডি ডিগ্রী প্রদানের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত ওই শিক্ষক হলেন আরবী সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর এবং মাদ্রাসা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক। গবেষকের কাছ থেকে নানা অজুহাতে টাকা দাবীর প্রমাণ সম্বলিত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপনের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠেয় সিন্ডিকেট সভায় এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। জানা যায়, ড. আবু বকর সিদ্দীক তার অধীনে পিএইচডি গবেষণারত মোঃ মঞ্জুরুল ইসলামের কাছ থেকে নানা সময়ে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে ৭৭ হাজার টাকা নিয়েছেন। গবেষণার শেষ পর্যায়ে এসে তিনি আরো ৩০ হাজার টাকা দাবী করলে গবেষক তা দিতে অস্বীকার করায় ড. আবু বকর তার ডিগ্রী আটকে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। গত্যন্তর না দেখে মঞ্জুরুল ইসলাম বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও কলা অনুষদের ডীনের মাধ্যমে ভিসি বরাবর অভিযোগ দাখিল করেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান আশু তদন্তের জন্য একাডেমিক কমিটির সুপারিশসহ বিষয়টি ভিসি বরাবর প্রেরণ করেন।

প্রফেসর মোঃ আবু বকর সিদ্দীকের শিক্ষকতা জীবনে এ ধরনের অসংখ্য দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ২০০২ সালে এমএ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। তদন্ত কমিটি তাকে দোষী সাব্যস্ত করলে সিন্ডিকেট তাকে সব পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার নির্দেশ প্রদান করে এবং তার বিরুদ্ধে 'চার্জ ফ্রেম' গঠন করার জন্য বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ও সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর তাজমেরী এস এ ইসলামকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯৩ সালেও তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময়ও তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমান ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ সে তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে পাজেরো গাড়ী কেনা নিয়ে পুকুর চুরি, মাদ্রাসার ওপেনিং অর্ডার প্রদান ও উচ্চতর শ্রেণী চালুর অনুমতি প্রদানে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ এখনো দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তাধীন রয়েছে।

ব্যক্তিগর্ত জীবনেও ড. আবু বকরের বিরুদ্ধে স্ত্রী নির্যাতন ও সন্তানদের প্রতি উপেক্ষার অভিযোগ রয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ড. আবু বকর তার প্রথম স্ত্রী ও ৪ সন্তানকে ভরণ-পোষণ দেন না। ফলে তাঁরা মানবেতন জীবনযাপন করছেন। স্ত্রীর মর্যাদা ও সন্তানদের অধিকার দাবী করে তার প্রথম স্ত্রী ২০০২ সালে ভিসি বরাবর আবেদন করেছিলেন। তৎকালীন ভিসি প্রফেসর আশোয়ার উল্লাহ চৌধুরী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। বর্তমান ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আযাদ সে কমিটির সদস্য ছিলেন। তদন্ত কমিটি তখন বিষয়টি ড. আবু বকরের ব্যক্তিগত বিষয় বলে ধামাচাপা দেয়।

আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ টি এম ফখরুদ্দিন এ ব্যাপারে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিটিতে বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। আমরা চাই বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এদিকে বিভাগীয় কমিটি এবং গবেষক মোঃ মঞ্জুরুল ইসলামের আবেদনের প্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন পর গতকাল (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ও ইসলামের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি গঠন করা হয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ক ম ইউসুফ হায়দার এ ব্যাপারে ইনকিলাবকে বলেন, এ ধরনের অভিযোগ অত্যন্ত দুঃখজনক। গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।